সাতদিন

৫ ডিসেম্বর : ব্যাপক বাধার মুখে মন্ত্রিপরিষদের বৈঠকে একমুখী শিক্ষাকে স্থগিত ঘোষণা করা হয়।

ইন্টারনেটে অচিরেই বাংলা লিপি প্রবর্তনের আশ্বাস দিলেন বিল গেটস।

ডলার সংকটের কারণে কিছু ব্যাংকের এলসি খোলা বন্ধ রাখা হয়েছে। ডলারের বিপরীতে টাকার মূল্য বৃদ্ধির আশঙ্কা।

৬ ডিসেম্বর : সংলাপের প্রভাব সংবলিত প্রধানমন্ত্রীর পত্র প্রত্যাখ্যান করল বিরোধীদলীয় নেত্রী।

সিঙ্গাপুরের বিস্ফোরক বিশেষজ্ঞ দল গাজীপুর পরিদর্শন করে।

৭ ডিসেম্বর : পাকিস্তানে সাফ ফুটবলের উদ্বোধনী দিনে মালদ্বীপের গোলের বন্যা। বাংলাদেশ শিরোপা অর্জনে আশাবাদী।

জঙ্গিবাদ নির্মূলে জাতিসংঘের সহায়তা নেওয়ার প্রস্তাব দিলেন শেখ হাসিনা।

সরকারি দলের প্রস্তাবে এরশাদ ছাড়া আর কারো সাড়া নেই।

৮ ডিসেম্বর : নেত্রকোনায় আত্মঘাতী হামলায় নিহত ৭, আহত শতাধিক। হামলাকারীর হিন্দু পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজিলাতুননেছা হলের ছাত্রীদের বোমা মেরে হত্যার হুমকি। নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তিত বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন

ওআইসি শীর্ষ সম্মেলনে মক্কা ঘোষণা: সন্ত্রাস দমনে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

৯ ডিসেম্বর : জুমার খুতবায় ৩ লাখ মসজিদের ইমাম ও খতিবের আহ্বান : জঙ্গিরা বিভ্রান্ত ওদের রুখে দাঁড়ান।

নেত্রকোনায় জঙ্গি হামলায় আহত উদীচী নেত্রী সুদীপ্তা হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন।

টাঙ্গাইলে ২৫০ বোমা তৈরির ২২ কেজি বিস্ফোরকসহ জঙ্গি ঘাঁটি উদ্ধার।

১০ ডিসেম্বর : সাফ ফুটবলে কাঞ্চনের দেওয়া জোড়া গোলে বাংলাদেশ সেমিফাইনালে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০ জন শিক্ষককে হত্যার হুমকি দিয়ে চিঠি দিয়েছে জেএমবি।

নড়াইলে হিন্দু গুরুর ছদ্মবেশে নওশের শেখ নামের এক জঙ্গি গ্রেপ্তার হয়েছে পুলিশের হাতে।

১১ ডিসেম্বর : চিনির বাজার অস্থির। গত দু সপ্তাহে দাম বেড়েছে ৭ টাকা।

সরকারের উদ্দেশ্য হাইকোর্টের রুল: দুর্নীতি দমন কমিশন গঠন কেন অবৈধ নয়।

ফোনে আড়িপাতা মৌলিক অধিকার হরণ

টেলিফোনে আড়িপাতাকে আইনসিদ্ধ করা হয়েছে। রাষ্ট্রপতি প্রফেসর ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ গত ১১ ডিসেম্বর এ সংক্রান্ত অধ্যাদেশে স্বাক্ষর করেছেন। এই আইনের আওতায় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত যেকোনো কর্মকর্তা সরকারি-বেসরকারি সব ধরনের টেলিফোন আলাপ রেকর্ড করতে পারবেন, কথোপকথন বন্ধ করে দিতে পারবেন, কথোপকথনকারীদের যেকোনো সময় জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারবেন, এমনকি যেকোনো টেলিফোন কোম্পানির লাইসেন্স স্থগিত করতে পারবে সরকার। তার মানে সরকার একটি গণবিরোধী কালো আইন প্রণয়ন করেছে।

টেলিফোনে আড়িপাতা এক পর্যায়ে ব্যক্তি-স্বাধীনতা, মৌলিক নাগরিক অধিকার ও সাংবিধানিক অধিকারের পরিপন্থী...

টেলিফোনে আড়িপাতা এক পর্যায়ে ব্যক্তি-স্বাধীনতা, মৌলিক নাগরিক অধিকার ও সাংবিধানিক অধিকারের পরিপন্থী। এ জন্য দুনিয়ার সকল গণতান্ত্রিক দেশে এটা নিন্দনীয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এক দোর্দন্ড প্রতাপশালী প্রেসিডেন্ট নিক্সন হোয়াইট হাউসে বসে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের টেলিফোনে আড়িপাততে গিয়ে ধরা পড়েন। এজন্য তাকে খেসারত দিতে হয়েছে ক্ষমতা থেকে বিদায় নিয়ে। বাংলাদেশ সরকার টেলিফোনে আড়িপাতাকে বৈধতা দিচ্ছে জঙ্গি বোমাবাজ সন্ত্রাসীদের চিহ্নিত করার অজুহাত হিসেবে। বাস্তবতা হলো, সরকার জঙ্গিদের বছরের পর বছর আশ্রয়-প্রশ্রয় দিয়েছে। সরকার জঙ্গিবাদ দমন ও নির্মূলের লোক দেখানে অভিনয় করেছে। দেশব্যাপী তাদের নেটওয়ার্ক গড়ে উঠতে দিয়েছে। জঙ্গি নেতা ও তাদের গডফাদারদের সরকার প্রশ্রয় দিয়ে এসে এখন টেলিফোনে আড়ি পেতে জঙ্গি ধরে ফেলবে? জঙ্গিরা কি শুধু টেলিফোননির্ভর? তাছাড়া গোয়েন্দা সংস্থাগুলো তো বরাবরই সন্দেহভাজন লোকজনের গতিবিধি অনুসরণ করছে, টেলিফোনে আড়ি পাতছে। জঙ্গি নির্মূলের প্রকৃত সদিচ্ছা সরকার এখন পর্যন্ত দেখাতে পারেনি। রাজনৈতিক সদিচ্ছা থাকলে টেলিফোনে আড়িপাতার আইন বলবৎ করার প্রয়োজন হতো না বরং আগামী নির্বাচনকে

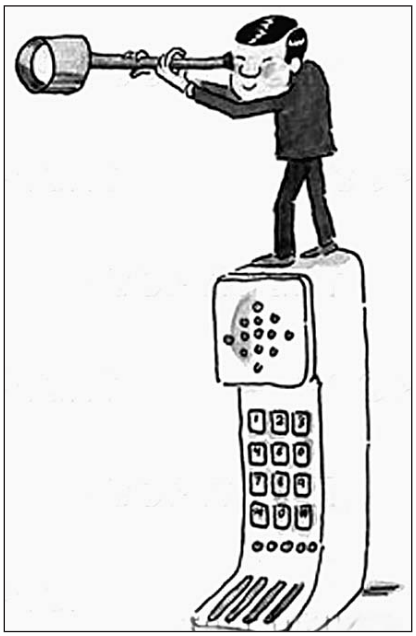

সামনে রেখে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে, বিরোধী দলগুলোর নেতা-কর্মীদের হয়রানি ও নাজেহাল করার একটি মোক্ষম অস্ত্র হিসেবে এই আইনটি ব্যবহার করবে তা চোখ বুজেই বলে দেয়া যায়। এই আইনের আওতায় সাধারণ মানুষের হয়রানি বাড়বে, দুর্বৃত্তরা দুর্নীতিবাজ প্রশাসনের সহায়তায় আরো বেপরোয়া হয়ে উঠবে। সংবাদ মাধ্যমের ওপর নির্যাতন বাড়বে। সব মিলিয়ে একটি সামরিক স্বৈরতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার দিকে ঠেলে দেয়া হচ্ছে বাংলাদেশকে।

সাজেদুর রহমান

ফলোআপ : বরিশাল

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণার বাস্তবায়ন চায় মানুষ

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার আশ্বাস সত্ত্বেও বরিশাল অঞ্চলে আদৌ একটি পূর্ণাঙ্গ সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হবে কিনা কিংবা কবে নাগাদ এই স্বপ্ন পূরণ হবে- এ নিয়ে জনমনে ব্যাপক সংশয়-সন্দেহ রয়েছে। কারণ এটি স্বয়ং খালেদা জিয়ার তৃতীয় এবং সব মিলিয়ে সরকার বা রাষ্ট্র প্রধানের দেওয়া পঞ্চম ঘোষণা। এর আগে বরিশালের জনগণ আরো চারবার একই প্রতিশ্রুতি পেলেও কোনোটাই আলোর মুখ দেখেনি। সেজন্য এবারও তারা প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণায় পুরোপুরি আশ্বস্ত হতে পারছেন না বলে জানা গেছে।

স্থানীয় আপামর জনগণের তীব্র আন্দোলনের মুখে গত ২৯ নবেম্বর পটুয়াখালীর সিডিএস ময়দানে এক জনসভায় প্রধানমন্ত্রী বরিশাল বিভাগে পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আশ্বাস দেন। জানা গেছে, এর আগে তিনি ১৯৯১ সাল এবং ২০০৩ সালেও একই ধরনের ঘোষণা দিয়েছিলেন। তারও আগে অবশ্য ১৯৭৮ ও ’৮০ সালে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানও এ ধরনের ঘোষণা দিয়েছিলেন। এরমধ্যে প্রথম ৩ বারের ঘোষণা বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় পদপে নেয়া হলেও শেষ পর্যন্ত কাজ আগায়নি। চতুর্থ ঘোষণাটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তড়িঘড়ি করে বরিশালের ঐতিহ্যবাহী বিএম কলেজকে স্ব-অর্থায়নে পরিচালিত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরের সিদ্ধান্ত নিয়েও সেই অবস্থান থেকে সরে আসে সরকার। এবার প্রধানমন্ত্রী বরিশাল বিএম কলেজকে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তর না করে এই অঞ্চলে একটি পূর্ণাঙ্গ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের আশ্বাস দেন।

বারবার সরকারের দেয়া আশ্বাস বাস্তবায়িত না হওয়ায় দক্ষিণ জনপদের পৌনে দুইকোটি মানুষের প্রাণের দাবি বরিশালে পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে শরিক হতে গত মাসে দলমত নির্বিশেষে হাজার হাজার ছাত্র-জনতা রাজপথে নেমে আসেন। ফলে গোটা দক্ষিণাঞ্চল অচল করে দেয়াসহ বিভিন্ন কর্মসূচি পালিত হয়। অরাজনৈতিক এই আন্দোলন সামাল দিতেই প্রধানমন্ত্রী বরিশালে পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আশ্বাস দিয়েছেন বলে স্থানীয় জনগণ মনে করেন।

আন্দোলন তীব্র হয়ে ওঠার পরিস্থিতিতে ছাত্র ঐক্য পরিষদের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করে বরিশাল বিভাগ উন্নয়ন ও স্বার্থ সংরক্ষণ পরিষদ। এর ফলে আন্দোলন ক্যাম্পাস থেকে পুরো দক্ষিণাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। ২৬ নবেম্বর সমগ্র বরিশাল অচল করে দেয়ার কর্মসূচিও পালন করে আন্দোলনকারীরা। এতে টনক নড়ে ওঠে সরকারের নীতি নির্ধারকদের।

এ প্রসঙ্গে বরিশালের সিটি মেয়র মজিবুর রহমান সরোয়ার সাপ্তাহিক ২০০০ প্রতিনিধিকে জানান, তিনি প্রধানমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রীর সাথে বৈঠক করে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছেন। এতে তিনি বরিশাল বিভাগে পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে নিশ্চিত হন এবং আশাবাদী বলে জানান।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একাধিক সিনিয়র অধ্যাপক বলেন, আপাতত আশ্বাস দিয়ে জনগণকে আশ্বস্ত করা হলেও এখনই পূর্ণাঙ্গ সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করবে না বা করতে পারবে না সরকার। কারণ, এই ঘোষণা বাস্তবায়নে নানা আমলাতান্ত্রিক জটিলতার মাধ্যমে গড়িমসি করা হতে পারে। তাছাড়া বর্তমান মেয়াদে এই সরকার আর এক বছরও মতায় থাকবে না। এই সময়ে সরকারকে ঘর গোছাতে, আগামী নির্বাচনের প্রস্তুতি নিতে এবং রাজনৈতিক অস্থিরতা মোকাবেলা করতেই বেশি ব্যস্ত থাকতে হবে। এই অবস্থায় তারা প্রশ্ন করেন, এত অল্পসময়ে সরকার বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ঘোষণা বাস্তবায়ন করবেন কখন, কীভাবে?

বরিশাল বিভাগ উন্নয়ন ও সংরক্ষণ পরিষদের সদস্য অধ্যাপক মাকসুদুর রহমান ২০০০কে বলেন, এখনো যারা বিএম কলেজকে পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে পেতে চায় তারা না বুঝেই তা চায় অথবা তাদের এ দাবি ব্যক্তিস্বার্থকেন্দ্রিক। তিনি আরো বলেন, দেশের অন্যান্য বিভাগের মতো একটি স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা এ অঞ্চলের মানুষের শুধু দাবিই নয়, বরং অধিকারও।

শরীফ খিয়াম আহমেদ, বরিশাল থেকে

সংশোধনী

বর্ষ ৮ সংখ্যা ৩০ সাপ্তাহিক ২০০০-এ ‘উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে দুর্নীতি’ শীর্ষক প্রচ্ছদ প্রতিবেদনে ৩২ পৃষ্ঠায় ছবির ক্যাপশনে ভুলবশত ‘বঙ্গবন্ধু মহিলা পরিষদের কেন্দ্রীয় সভানেত্রী সেলিনা আক্তার জাহানের সঙ্গে ভিসি এরশাদুল বারীর ঘনিষ্ঠতার প্রমাণ এই ছবি’ লেখা হয়। ছবির ক্যাপশনে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অনুষ্ঠানে সেলিনা আক্তার জাহান ও ভিসি এরশাদুল বারীকে পাশাপাশি দেখা যাচ্ছে।

আমাদের বক্তব্য
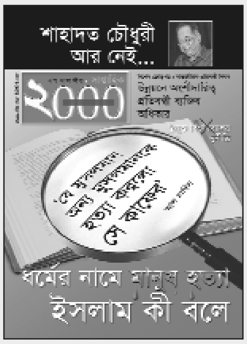
সাপ্তাহিক ২০০০-এর ২ ডিসেম্বর প্রকাশিত বর্ষ ৮ সংখ্যা ৩০-এর প্রচ্ছদের এই হাদিসের উদ্ধৃতিটি বিভিন্ন মহলে আলোচিত হয়েছে। একটি দৈনিকের কলামেও লেখা হয়েছে। প্রকৃত হাদিস থেকে ‘অন্যায়ভাবে’ কথাটি বাদ দেয়া হয়েছে। ইব্‌ন হাফ্‌স (রঃ), আব্দুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত বুখারি শরিফের ৬৪৮৩ নং হাদিস অনুসারে হজরত মুহাম্মদ (সাঃ) বলেছেন, ‘কোন মুসলমানকে গালি দেয়া ফাসেকি (জঘন্য পাপ) আর কোনো মুসলমানকে হত্যা করা কুফরি। ইসলাম অনুসারে যে কুফরি করে সেই কাফির। হাদিসে ‘অন্যায়ভাবে’ হত্যার কোনো বিষয় নেই। শুধু হত্যার কথা বলা হয়েছে। এখানে হাদিসের অর্থ বিকৃতির বা কোনো শব্দ বর্জন করার মতো কোনো ঘটনা ঘটেনি। ফলে বিভ্রান্তির কোনো অবকাশ নেই।